অন্বিতাবিধানবাদ ও অভিহিতান্বয়বাদ

আপ্তব্যাক্তির বাক্যকে শব্দ প্রমাণ বলে (আপ্তবাক্যং শব্দঃ)। বাক্য হল পদসমূহ বা পদসমষ্টি (বাক্যং পদসমূহঃ)। এরকম পদসমূহাত্মক বাক্য শোনার পর শ্রোতার বাক্যার্থবোধ জন্মায়। শ্রোতার প্রথম পদজ্ঞান হয়। তারপর শক্তিজ্ঞানের সহায়তায় পদার্থের স্মরণ হয়। কিন্তু বাক্যার্থবোধে বা শাব্দবোধে বাক্যের আন্তর্গত পদগুলির বৃত্তিলভ্য পদার্থসমূহই যে কেবল বিষয় হয়, তা নয়, পরন্তু ঐ পদার্থ-সমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধও বিষয় হয়। যেমন 'ঘটম্ আনয়' এই বাক্যের আন্তর্গত 'ঘট' পদ হতে ঘটপদার্থের, 'অম্' পদ হতে কর্মত্বের, 'আ-নী' ধাতু হতে আনয়নের এবং লোট্ 'হি' আখ্যাত হতে কৃতির তো বোধ হয়ই, অধিকিন্তু এই সব পদার্থের পাস্পরিক সম্বন্ধও বিষয় হয়।

এখন প্রশ্ন হল, ভিন্ন ভিন্ন পদের দ্বারা উপস্থিত বিভিন্ন পদার্থের সম্বন্ধ কি কোন পদের দ্বারা উপস্থিত হয়, নাকি অন্যভাবে উপস্থিত হয়। এর উত্তরে বাক্যার্থবিদ্ শাস্ত্রাচার্যগণ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত। একদলের মত অন্বিতাবিধানবাদ, অন্যদলের মত অভিহিতান্বয়বাদ এবং ভিন্ন দলের মত সংসর্গমর্যাদাবাদ। আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রথম দুটি মতবাদ।

অন্বিতাবিধানবাদ :- অন্বিতাবিধানবাদীগণের মতে অন্বিত অর্থেই পদের শক্তি। 'অন্বয়' শব্দের অর্থ হল পদার্থের সম্বন্ধ, সুতরাং 'অন্বিত' শব্দের অর্থও সম্বন্ধ। অন্বিত পদার্থ হল ইতরপদার্থসম্বন্ধ পদার্থ। এই মতে পদ অভিধাশক্তির দ্বারা ইতরপদার্থ অন্বিত পদার্থের অভিধান করে বলে এই মতবাদকে অন্বিতাবিধানবাদ বলে। প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদায় এই মতের প্রধান সমর্থক। এই মতবাদীগণের অভিপ্রায় এই যে, পদ কেবল নিজ অর্থকে উপস্থাপিত করে না, ইতর পদার্থের সহিত অন্বিত নিজ অর্থকেও উপস্থাপিত করে। অন্বিত অর্থে পদের শক্তি স্বীকৃত না হলে শাব্দবোধে অন্বয় বা সংসর্গের বোধ হতে পারবে না।। কারণ, যা শব্দ দ্বারা উপস্থাপিত নয়, শাব্দবোধে তার ভান (জ্ঞান) হতে পারে না।

পদের দ্বারা অনুপস্থিত অর্থের জ্ঞান যদি শাব্দবোধে সম্ভব হতো, তাহলে যে কোন পদ (বাক্য) হতে যে কোন পদার্থের বোধ বা জ্ঞান হতে পারতো। ‘ঘটম্ আনয়’ প্রভৃতি বাক্য হতে আকাশাদি পদার্থেরও জ্ঞান হয়ে যেতো। তা কিন্তু হয় না, হতে পারে না। সুতরাং পদার্থের অন্বয়েও পদের শক্তি স্বীকার করা উচিত। তাই অন্বিত অর্থেই পদের শক্তি স্বীকার করতে হবে। যেমন ‘ঘটম্ আনয়’ এরূপ বাক্যে ‘ঘট’ পদের শক্তি কেবল ঘটত্বে নয়, পরন্তু কর্মত্বের সঙ্গে অন্বিত ঘটত্বে। ‘অম্’ পদের শক্তি কেবল কর্মত্বে নয়, পরন্তু ঘটত্ব ও ধাতুগত অর্থের (আনয়নের) সঙ্গে অন্বিত কর্মত্বে, ‘আ-নী’ ধাতুর শক্তি কেবল আনয়নে নয়, পরন্তু কর্মত্বান্বিত আনয়নে এবং ‘হি’ লোট এর শক্তি আনয়নান্বিত কার্যে। এভাবে প্রতিটি পদ ইতর পদার্থের সাথে অন্বিত বা সম্বন্ধযুক্ত হয়ে স্বীয় অর্থকে বুঝিয়ে থাকে। ফলে ঘটত্বান্বিত-কর্মত্বান্বিত-আনয়নান্বিত-কার্যবিষয়ক বোধ বা শাব্দবোধ সম্ভব হয়। সুতরাং পদার্থের পারস্পরিক সম্বন্ধ পদলভ্য হওয়ায় শাব্দবোধে সম্বন্ধের জ্ঞান অনায়াসে হয়ে থাকে। তাছাড়া ‘শাব্দবোধে শব্দর্থেরই ভান(জ্ঞান) হয়’ - এই নিয়মও বজায় থাকে।

‘ইতরান্বিত’ এই পদের অন্তর্গত ‘ইতর’ পদের অর্থ হল স্বসমভিব্যাহৃত অন্য পদের অর্থ। যেমন ‘ঘটম্ আনয়’ স্থলে ‘ঘট’ পদকে যদি ‘স্ব’ পদে ধরা হয়, তাহলে তার সমভিব্যাহৃত অন্য পদ হল ‘অম্’ পদ এবং অন্য পদের অর্থ হল কর্মত্ব। কাজেই ‘ঘটম্’ ইত্যাদি স্থলে ঘটত্ব ও কর্মত্বের সংসর্গটিও শাব্দবোধের বিষয় হয় বলে শুদ্ধ অর্থে পদের শক্তি স্বীকার না করে কর্মত্বান্বিত ঘটত্বে ‘ঘট’ পদের শক্তি স্বীকার করা উচিত।

অভিহিতান্বয়বাদ :- 'পদৈঃ অভিহিতানাং পশ্চাদন্বয়ঃ অভিহিতান্বয়ঃ' - বিভক্ত্যন্ত একাধিক পদের দ্বারা অভিহিত পদার্থ সমূহের বিশেষ্য-বিশেষণভাবে অন্বয়ই হল অভিহিতান্বয়। কুমারিলভট্ট সম্প্রদায় এবং মহর্ষি গৌতম ও তদনুগ সম্প্রদায় প্রধানতঃ এই মতবাদের সমর্থক। ভাট্ট মতে, 'ঘটম্ আনয়' প্রভৃতি বাক্য স্থলে 'ঘটম্' ও 'আনয়' এই দুটি বিভক্ত্যন্ত পদ হতে প্রথমে স্ব স্ব অর্থের বোধ হয়। তারপর অভিহিত পদার্থদ্বয় হতে লক্ষণার দ্বারা বাক্যার্থবোধ হয়। এই বাক্যার্থবোধের প্রতি পদ অভিহিত পদার্থই করণ হয়, কেবল পদ নয়। এই মতে বিভক্ত্যন্ত পদ হতে যে পদার্থের জ্ঞান হয়, তা স্মৃত্যাত্মক বা প্রমা নয়, পরন্তু বিজাতীয় 'অভিধান' নামক জ্ঞান। এই অভিধান নামক জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থকে তাই অভিহিত বলা হয়। ভাট্টগণ তাই মনে করেন, অন্বয়বোধের প্রতি কেবল পদ জ্ঞান অত্যাবশ্যক নয়, পরন্তু আকাঙ্খা, যোগ্যতা ও সন্নিধিযুক্ত পদার্থজ্ঞানই আবশ্যক।

এক্ষেত্রে আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, ভাট্টমতে পদ যেমন শক্তিবিশিষ্ট হয়, তেমনি 'সুপ্' বা 'তিঙ্' বিভক্তিযুক্তও হয়। এই মতে, 'যা শক্তিবিশিষ্ট তাই পদ' এবং 'যা সুপ্ ও তিঙ্ বিভক্তিযুক্ত তাও পদ' - এই উভয় লক্ষণই স্বীকৃত। তবে শক্ত পদ হতে এক একটি পদার্থের স্মৃতি হয়, আর বিভক্তিযুক্ত পদ হতে পদার্থের অভিধান নামক জ্ঞান হয়। এই অভিধানাত্মক জ্ঞান স্মৃতিসদৃশ, কিন্তু স্মৃতি নয়। 'গাম্ আনয়' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'গো', 'অম্', 'আ-নী' ও 'হি' - এই চারটি শক্ত পদ হতে যথাক্রমে গোত্ব, কর্মত্ব, আনয়ন ক্রিয়া এবং ভাবনা প্রভৃতি পদার্থের স্মরণ হয়। তারপর বিভক্তিযুক্ত 'গাম্' এবং 'আনয়' পদ হতে যথাক্রমে 'গোত্বান্বিত-কর্মত্ব' এবং 'আনয়নান্বিতভাবনা' এই পদার্থদ্বয়ের অভিধানাত্মক জ্ঞান হলে অভিহিত পদার্থদ্বয়ের লক্ষণা দ্বারা সংসর্গবোধরূপ বাক্যার্থবোধ হয়ে থাকে। অভিহিত পদগুলির লক্ষণা দ্বারা আকাঙ্খা, যোগ্যতা ও সন্নিধি সহকারে পদার্থের সংসর্গরূপ বাক্যার্থকে বোঝালেও প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ কিন্তু অন্বিতরূপেই অনুভূত হয়ে থাকে।

উভয় মতবাদের পার্থক্য :- অন্বিতাবিধানবাদে ইতরপদার্থ অন্বিত নিজ অর্থই পদের দ্বারা বোধিত হয়। আর অভিহিতান্বয়বাদী মতে, নিজের অর্থের সঙ্গে অন্বিত নিজ অর্থই বিভক্তিযুক্ত পদ হতে অভিহিত হয়। পদার্থদ্বয় অভিহিত হলে লক্ষণা দ্বারা পদার্থদ্বয়ের সংসর্গবোধ হয়।

অভিহিতান্বয়বাদীগণের একপক্ষের মতে, আকাঙ্খা, যোগ্যতা ও সন্নিধিবশতঃ বিভক্তিযুক্ত পদ দ্বারা অভিহিত পদার্থের অনুভব হতে পদার্থসমূহের সংসর্গবিষয়ক অনুভব হয়। আর অপরপক্ষ মনে করেন, বিভক্তিযুক্ত পদ থেকে অভিহিত পদার্থ সকলের লক্ষণার দ্বারা সংসর্গরূপ বাক্যার্থের অনুভব হয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ